যুগান্তর

তারিখ 3 OCT 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারী বদলির নতুন নীতিমালা হচ্ছে

মুশতাক আহমদ

দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলির ব্যাপারে নতুন নীতিমালা প্রণীত হচ্ছে। এ নীতিমালা হলে আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি ও পদায়ন সম্ভব হবে। বর্তমানে এ ধরনের কোন বিধিবিধান নেই। অথচ শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট মহল এ ধরনের একটি নীতিমালা প্রণয়নের জন্য বহুদিন সরকারের কাছে দাবি করে আসছে। শুধু তাই নয়, এ ধরনের একটি নীতিমালা প্রণয়ন করতে গিয়ে এর আগে সরকার আদালতের নিষেধাজ্ঞার মুখেও পড়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, বিধিমালাটি তৈরি করতে পারলে বোর্ডগুলোতে অসৎ ও ঘুষখোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দৌরাত্ম্য কমবে। অবসান ঘটবে সাধারণের ভোগান্তির। বোর্ডগুলোতে বিরাজমান অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনাও কমবে। সূত্র জানায়, এসব বিষয়কে সামনে রেখেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় সুপারিশ প্রদানের জন্য ব্যাপক ক্ষমতা দিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছে। কমিটিকে আগামী দুই মাসের মধ্যে সুপারিশ প্রদান করতে বলা হয়েছে।

বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য সারাদেশে ১০টি শিক্ষা বোর্ড রয়েছে। এর মধ্যে ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড এবং অপর দুটি বিশেষায়িত শিক্ষা বোর্ড। এগুলো হচ্ছে— ঢাকা, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল এবং নবগঠিত দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড। এসব বোর্ড দেশের সাধারণ শিক্ষার একাডেমিক দিক দেখভাল করে থাকে। বিশেষায়িত বোর্ডগুলো হচ্ছে— মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ড।

এসব শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বর্তমানে কয়েক সহস্রাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। বছরের পর বছর অনেক ক্ষেত্রে চাকরি জীবনের প্রায় পুরোটাই এদের অনেকে একই পদে ও একই বোর্ডে কর্মরত থাকায় বোর্ডগুলোতে দুর্নীতি আর অনিয়মের চক্রগুলো স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। শাস্তি প্রদানে তাদের বদলির কোন সুযোগ নেই বোর্ড কার্যক্রম পরিচালনার বিধিবিধানে। ফলে দুর্নীতি-অনিয়মের এ দুষ্ট চক্রগুলোকে ভাঙা যাচ্ছে না। বিগত সময়ে এ চক্রগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলেই তারা কখনও অদৃশ্য রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, কখনও উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে তাতে বাধার সৃষ্টি করে আসছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া যায়নি। প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষানীতিতেও আন্তঃবোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলির ব্যাপারে সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। শিক্ষার সঙ্গে হচ্ছে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

হচ্ছে নীতিমালা

৩য় পৃষ্ঠার পর

জড়িতদের অনেকেই শিক্ষা বোডকেন্দি ক দুর্নীতি আর অনিয়মের চক্রগুলো নির্মূলের জন্য দাবি জানিয়ে আসছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল আলমকে সভাপতি করে ৯ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে। কমিটিকে আগামী ২ মাসের মধ্যে সুপারিশ প্রদান করতে বলা হয়েছে। কমিটির অপর সদস্যরা হচ্ছেন— মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) সাবেক মহাপরিচালক মোঃ নাজিম উদ্দিন ও মাহফুজা খানম. কমিটি কর্তৃক মনোনীত দু'জন শিক্ষাবিদ, দু'জন অভিভাবক ও দু'জন শিক্ষক প্রতিনিধি। কমিটির কার্যপরিধির মধ্যে রয়েছে শিক্ষা বোর্ডগুলোর আইনের বিধি পর্যালোচনা করে আরও গতিশীল ও কার্যকর করা. বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যেসব আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন তার যৌক্তিকতা পুনঃবিবেচনা করা. বোর্ডসগুলোতে বিভিন্ন কাজের জন্য যে 'ফি' আদায় করা হয় তার যৌক্তিকতা নিরূপণ এবং পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের গুণগতমান বৃদ্ধির বিষয়ে সুপারিশ প্রদান। কমিটি বোর্ডে বিভিন্ন কাজে আগত শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবক ও সংশ্লিষ্টদের হয়রানি বন্ধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।